উপদেশক

১ দাউদের সন্তান যেরুসালেম-রাজ সেই উপদেশকের বাণী।

মুখবন্ধ

২ উপদেশক একথা বলছেন, অসারের অসার, অসারের অসার! সবই অসার! ৩ সূর্যের নিচে তার
পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হয়ে মানুষ যে সমস্ত পরিশ্রম করে, তাতে তার কী লাভ? ৪ এক প্রজন্ম যায়, আর
এক প্রজন্ম আসে, কিন্তু পৃথিবী নিত্যস্থায়ী। ৫ সূর্যও ওঠে, আবার সূর্য অস্ত যায়; তা তার সেই স্থানের
দিকে দৌড়ে, যেখান থেকে আবার ওঠে। ৬ বাতাস দক্ষিণ দিকে বয়ে যায়, গিয়ে উত্তর দিকে ঘুরে
আসে; তা ঘুরতে থাকে, ঘুরতে থাকে; বারবার নিজের চক্রপথে ফিরে আসে। ৭ যত জলস্রোত
সমুদ্রের দিকে যায়, অথচ সমুদ্র কখনও ভরে না; গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার পরেও জলস্রোত সেদিকে
বইতে থাকে। ৮ সবকিছু ক্লান্তিজনক, এর কারণ ব্যাখ্যা করার সাধ্য কারও নেই। চোখের পক্ষে দৃশ্য
কখনও যথেষ্ট হয় না, কানের পক্ষেও শোনা কখনও যথেষ্ট হয় না।

৯ যা একবার হয়েছে, তা আবার হবে;
মানুষ যা একবার করেছে, তা আবার করবে;
সূর্যের নিচে নূতন কিছুই নেই।

১০ এমন কিছু আছে কি, যা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে: দেখ, এ নূতন? ঠিক তা-ই আগে, আমাদের
আগেকার যুগগুলির সেই সময়েও ছিল। ১১ প্রাচীন যুগগুলির কোন স্মৃতি আর থাকল না, আগামী
যুগগুলিরও তেমনি হবে—এগুলিরও কোন স্মৃতি এগুলির যত ভাবী যুগের কাছে থাকবে না।

সলোমনের স্বীকারোক্তি

১২ আমি, উপদেশক, যেরুসালেমে ইস্রায়েলের রাজা ছিলাম। ১৩ আমি মনে স্থির করেছি,
আকাশের নিচে যা কিছু ঘটে, সেই সমস্ত বিষয় প্রজ্ঞার সঙ্গে তলিয়ে দেখব, সবই অনুসন্ধান করব।
আহা, মানুষকে ব্যস্ত রাখার জন্য ঈশ্বর কেমন কষ্টকর কর্ম তার উপরে চাপিয়েছেন! ১৪ সূর্যের নিচে
যা কিছু ঘটে, আমি তা সবই দেখেছি; দেখ, সবই অসার, সবই বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

১৫ যা বাঁকা, তা সোজা করা যায় না;
আর যা নেই, তা গোনা যায় না।

১৬ আমি ভাবলাম, পরে মনে মনে বললাম, দেখ, আমার আগে যাঁরা যেরুসালেমে রাজত্ব
করেছেন, তাঁদের সকলের চেয়ে আমি বেশি প্রজ্ঞা অর্জন করেছি; আমার হৃদয় যথেষ্ট প্রজ্ঞা ও
বিদ্যায় অভিজ্ঞ হয়েছে। ১৭ তখন মনে স্থির করলাম, প্রজ্ঞা ও বিদ্যার গভীর পরিচয় অর্জন করব,
মূর্খতা ও উন্মাদনারও পরিচয় অর্জন করব; আর এখন আমি লক্ষ করলাম, এও বাতাসের পিছনে
ধাওয়া করামাত্র।

১৮ বেশি প্রজ্ঞায় বেশি উদ্বেগ হয়;
যে বিদ্যা বাড়ায়, সে দুঃখ বাড়ায়।

২ আমি ভাবলাম, 'আচ্ছা, আমি আমোদ পরীক্ষা করব; দেখতে চাই তার সুখভোগের ফল কি।'
কিন্তু দেখ, তাও অসার! ২ হাসির বিষয়ে আমি বললাম, 'মূর্খতা!' এবং আমোদের বিষয়ে বললাম,

‘এতে কী লাভ?’ ৩ আমার মন তখনও প্রজ্ঞায় নিবিষ্ট থাকতেই আমি সঙ্কল্প নিলাম, উগ্র পানীয় পান
করে শরীর খুশি করব, উন্মাদনা আলিঙ্গন করব, যতদিন না আবিষ্কার করতে পারি, আকাশের
নিচে যত আদমসন্তান রয়েছে, তাদের নিরূপিত জীবনকালে তাদের পক্ষে কী কী করা ভাল।
৪ আমি মহা মহা কাজে হাত দিলাম, নিজের জন্য নানা গৃহ গেঁথে তুললাম, নানা আঙুরখেত
প্রস্তুত করলাম। ৫ আবার নিজের জন্য অনেক উদ্যান ও ফলবাগান প্রস্তুত করে তার মধ্যে সবরকম
ফলগাছ পুঁতলাম; ৬ আর সেই সমস্ত চাষভূমিতে সেচের জন্য স্থানে স্থানে পুকুর খনন করলাম।
৭ আমি দাস-দাসী কিনলাম, আমার ঘরেও অনেক দাস জন্ম নিল; এবং আমার আগে
যেরুসালেমে যাঁরা ছিলেন, সেই সকলের চেয়ে আমার গবাদি পশু ও ছাগ-মেষের পাল বেশিই ছিল।
৮ আমি রূপো ও সোনা, এবং নানা রাজার ও নানা প্রদেশের ধন জমালাম; অনেক
গায়ক-গায়িকাকে যোগাড় করলাম, সেইসঙ্গে যোগাড় করলাম একটি উপপত্নীকে, নানা উপপত্নীকে,
যারা আদমসন্তানদের পুলকস্বরূপ।
৯ আমি মহান হলাম, আমার আগে যাঁরা যেরুসালেমে ছিলেন, সেই সকলের চেয়ে পরাক্রমশালী
হলাম; আমার প্রজ্ঞা কিন্তু আমার কাছেই থাকল! ১০ আমার চোখ দু’টো যা কিছু আকাঙ্ক্ষা করত,
তা আমি তাদের দিতে অস্বীকার করিনি; আমার হৃদয়কে কোন সুখভোগ করতে বারণ করিনি;
বস্তুত আমার সমস্ত পরিশ্রমে আমার হৃদয় আনন্দ পেত: এ হল আমার সমস্ত পরিশ্রমের মজুরি।
১১ আমার হাত যে সকল কাজ করেছিল, যে পরিশ্রমে আমি পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম, সেই সমস্ত কিছু
বিবেচনা করলাম; আর দেখ, সবই অসার, সবই বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র: সূর্যের নিচে
কিছুই লাভ নেই! ১২ পরে আমি প্রজ্ঞা, মূর্খতা ও উন্মাদনার কথা বিবেচনা করে বসলাম; ভাবলাম,
এই রাজার পরে যিনি রাজাসনে বসবেন, তিনি কী করবেন? আগে যা ঘটেছিল, তা-ই মাত্র! ১৩
তখন আমি লক্ষ করলাম যে, যেমন অন্ধকারের চেয়ে আলোর উপকার বেশি, তেমনি উন্মাদনার
চেয়ে প্রজ্ঞারও উপকার বেশি; ১৪ হ্যাঁ,

প্রজ্ঞাবানের কপালেই তো চোখ থাকে,
কিন্তু নির্বোধ অন্ধকারে হেঁটে বেড়ায়;

তবু একথাও জানি যে, দু’জনের শেষ দশা এক। ১৫ তখন আমি ভাবলাম, ‘যেহেতু নির্বোধের যে
দশা, তা আমারও দশা হবে, সেজন্য আমি যে বেশি প্রজ্ঞাবান হয়েছি, তাতে লাভ কী?’ এই
সিদ্ধান্তে এলাম: এও অসার! ১৬ কেননা নির্বোধই হোক, প্রজ্ঞাবানই হোক, কারও স্মৃতি চিরস্থায়ী
নয়, ভাবীকালে কারও মনে কিছুই থাকবে না। নির্বোধ ও প্রজ্ঞাবান, দু’জনেরই মৃত্যু হবে। ১৭ তাই
আমার চোখে জীবন ঘৃণার বিষয় হল, কেননা সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, সবই আমার বিতৃষ্ণা
জন্মায়, যেহেতু সবই অসার, সবই বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।
১৮ আমি সূর্যের নিচে যা কিছুর জন্য পরিশ্রম করলাম, সবই আমার ঘৃণার বিষয় হল, কারণ
আমার পরে যে আমার পদে বসবে, তারই হাতে তা রেখে যেতে হবে। ১৯ আর সে যে প্রজ্ঞাবান
হবে বা নির্বোধ হবে, একথা কে জানে? অথচ আমি সূর্যের নিচে যত পরিশ্রম ও বুদ্ধি খাটিয়ে যা
কিছু সাধন করলাম, তার ফল সে-ই ভোগ করবে—এও অসার!
২০ তাই আমি এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছলাম যে, সূর্যের নিচে যত পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম,
তার অন্তরে নিরাশ হলাম, ২১ কারণ যে মানুষ প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও সাফল্যের সঙ্গে পরিশ্রম করেছে,
তাকে তার সমস্ত বিষয়সম্পদ এমন অন্যজনের হাতে রেখে যেতে হবে, যে তার জন্য একটুও

পরিশ্রম করেনি। এও অসার, এও আদৌ ঠিক নয়! ২২ তবে তার সমস্ত পরিশ্রমে ও তার হৃদয়ের
সমস্ত উদ্বেগে মানুষ সূর্যের নিচে যে পরিশ্রম করে, সেই পরিশ্রমে তার কী লাভ? ২৩ কেননা তার
সমস্ত দিন ব্যথা ও কষ্টকর দুশ্চিন্তা দ্বারা চিহ্নিত; রাতেও তার হৃদয় বিশ্রাম পায় না। এও অসার!
২৪ সুতরাং ঘটা করে খাওয়া-দাওয়া ও নিজের পরিশ্রমের মধ্যে নিজেই সুখভোগ করা, মানুষের
পক্ষে এর চেয়ে শ্রেয় কিছু নেই; এবং আমি লক্ষ করলাম, এও পরমেশ্বরের হাত থেকে আসে। ২৫
কেননা কেইবা ঘটা করে খাওয়া-দাওয়া ও সুখভোগ করতে পারে, যদি না এসব কিছু তাঁর হাত
থেকে আসে? ২৬ যে মানুষ তাঁর প্রীতিভাজন, তাকে তিনি প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আনন্দ দান করেন, কিন্তু
পাপীকে এমন দণ্ড দেন, সে যেন পরমেশ্বরের প্রীতিভাজনের জন্যই ধন সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে।
কিন্তু এও অসার, এও বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

মৃত্যু

৩ সমস্ত বিষয়েরই জন্য এক সময় আছে, ও আকাশের নিচে সমস্ত ব্যাপারের জন্য এক কাল আছে:

জন্মের কাল, মরণের কাল;
২ বীজ-বোনার কাল,
গাছ-উৎপাটনের কাল;
৩ বধ করার কাল,
নিরাময় করার কাল;
৪ ভাঙবার কাল, গাঁথবার কাল;
কাঁদবার কাল, হাসবার কাল;
বিলাপ করার কাল, নাচবার কাল;
৫ পাথর ফেলার কাল, পাথর জড় করার কাল;
আলিঙ্গনের কাল, আলিঙ্গন-বিরতির কাল;
সন্ধানের কাল, হারাবার কাল;
৬ বাঁচিয়ে রাখার কাল, ফেলে দেওয়ার কাল;
৭ ছিঁড়ে ফেলার কাল, সেলাই করার কাল;
নীরব থাকার কাল, কথা বলার কাল;
৮ প্রেম করার কাল, ঘৃণা করার কাল;
যুদ্ধের কাল, শান্তির কাল।

৯ মানুষ যে পরিশ্রম করে, সেই পরিশ্রমে তার কী লাভ? ১০ আদমসন্তানেরা যেন তাতে ব্যস্ত
থাকে, পরমেশ্বর যে কাজ তাদের দিয়েছেন, তা আমি বিবেচনা করলাম। ১১ তিনি যা কিছু করেন,
সেই সমস্ত কিছু নিজ নিজ সময়ের জন্যই উপযোগী; কিন্তু আদমসন্তানদের হৃদয়ে তিনি
কালপ্রবাহের ধারণা রাখা সত্ত্বেও মানুষ পরমেশ্বরের সাধিত কাজের আদি বা অন্ত ধারণ করতে
অক্ষম। ১২ এতে আমি বুঝতে পারলাম যে, সারা জীবন ধরে আনন্দভোগ করা ও সৎকর্ম পালন করা
ছাড়া তাদের আর মঙ্গল নেই। ১৩ আর যখন মানুষ খাওয়া-দাওয়া করতে পারে ও নিজের পরিশ্রমের
ফল ভোগ করতে পারে, তখন এ পরমেশ্বরের দান।
১৪ আমি ভালই জানি যে, পরমেশ্বর যা কিছু করেন, তা চিরস্থায়ী;

তাতে যোগ দেবারও কিছু নেই,

বিয়োগ করারও কিছু নেই।
পরমেশ্বর এভাবে ব্যবহার করেন,
যেন মানুষ তাঁকে ভয় করে।

১৫ যা ঘটছে, তা আগেই ঘটে গেছে;
যা ঘটবে, তা ইতিমধ্যেই ঘটছে।
যা অতীত হয়েছে, পরমেশ্বর তার জবাবদিহি দাবি করেন।

১৬ আমি সূর্যের নিচে এও লক্ষ করলাম যে,
ন্যায্যতার স্থানে অন্যায্যতা রয়েছে,
ধর্মময়তার স্থানে অধর্ম রয়েছে।

১৭ আমি ভাবলাম, ধার্মিক ও দুর্জন, দু'জনকেই পরমেশ্বর বিচার করবেন, কারণ সমস্ত ব্যাপারের
জন্য ও সমস্ত কাজের জন্য বিশেষ এক কাল আছে। ১৮ পরে আদমসন্তানদের বিষয়ে আমি মনে
মনে বললাম, পরমেশ্বর তাদের যাচাই করে দেখাতে চান যে, তারা আসলে পশুমাত্র। ১৯ বাস্তবিকই
মানুষের দশা ও পশুর দশা এক; হ্যাঁ, এ যেমন মরে, ও তেমনি মরে; তাদের সকলের শ্বাস এক।
পশুর চেয়ে মানুষ কোন প্রাধান্যের অধিকারী নয়, যেহেতু সবই অসার।

২০ সকলেই একই স্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—সবকিছু ধুলা থেকে বের হয়, সবকিছু ধুলায়
ফিরে যায়। ২১ আদমসন্তানদের আত্মা ঊর্ধ্বগামী এবং পশুদের আত্মা ভূতলের দিকে অধোগামী—
একথা কে জানে? ২২ আমি লক্ষ করলাম, নিজের কর্মসাধনে আনন্দভোগ করা ছাড়া মানুষের আর
মঙ্গল নেই, কারণ এটিই তার ভাগ্য। আসলে, তার মৃত্যুর পরে যা ঘটবে, তা দেখবার জন্য কে
তাকে চালিত করতে পারবে?

মানবসমাজ

৪ সূর্যের নিচে যত অত্যাচার ঘটে, তাও আমি বিবেচনা করতে লাগলাম। আর দেখ,
অত্যাচারিতদের অশ্রুপাত, কিন্তু তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার মত কেউ নেই! অত্যাচারীদের হাতে বল
আছে, কিন্তু অত্যাচারিতদের সান্ত্বনা দেওয়ার মত কেউই নেই।

২ তাই যারা এখনও জীবিত আছে, তাদের চেয়ে, যারা ইতিমধ্যে মারা গেছে, তাদেরই আমি সুখী
ঘোষণা করি; ৩ কিন্তু সেই উভয়ের চেয়েও সে-ই সুখী, যার জন্ম এখনও হয়নি ও সূর্যের নিচে
সাধিত অপকর্ম দেখেনি।

৪ আমি এও লক্ষ করলাম যে, সমস্ত পরিশ্রম ও সমস্ত কার্যদক্ষতা একজনের প্রতি আর একজনের
ঈর্ষার ফলমাত্র। এও অসার, এও বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

৫ নির্বোধ হাত জড়সড় ক'রে
নিজ মাংসই গ্রাস করে।

৬ বাতাসকে ধরবার জন্য
দুই মুঠো পরিশ্রমের চেয়ে
এক মুঠো বিশ্রাম শ্রেয়।

৭ তাছাড়া আমি সূর্যের নিচে অসার অন্য কিছুও লক্ষ করলাম: ৮ একজন লোক একা আছে,
উত্তরাধিকারী তার কেউ নেই, পুত্রসন্তানও নেই, ভাইও নেই; অথচ পরিশ্রমে সে ক্ষান্ত হয় না, তার

চোখও যত ধনে তৃপ্ত হয় না। সে বলে: আমি কার্ জন্যই বা পরিশ্রম করছি ও আমার প্রাণকে
মঙ্গল-বঞ্চিত করছি? এও অসার, এও অমঙ্গলকর ব্যাপার।

৯ মাত্র একজনের চেয়ে দু'জন ভাল, কেননা এভাবে তারা তাদের পরিশ্রমে শ্রেয় ফল পায়। ১০
বস্তুত তারা পড়লে একজন তার সঙ্গীকে ওঠাতে পারে; কিন্তু ধিক্ তাকে, যে একা, কেননা সে
পড়লে তাকে তুলতে পারবে এমন কেউ নেই। ১১ আবার, দু'জন একসাথে ঘুমোলে উষ্ণ হয়, কিন্তু
একজন কেমন করে একা হয়ে উষ্ণ হবে? ১২ যেখানে একজন একা হয়ে পরাস্ত হয়, সেখানে দু'জনে
প্রতিরোধ করবে। ত্রিগুণ সুতো তত শীঘ্রই ছেঁড়ে না!

১৩ বৃদ্ধ ও নির্বোধ যে রাজা আর পরামর্শ নিতে পারেন না,
তাঁর চেয়ে বরং গরিব ও প্রজ্ঞাবান এক যুবকই ভাল,
১৪ যদিও যুবকটি রাজা হবার জন্য কারাগার থেকে বের হয়,
যদিও সেই রাজার রাজত্বকালে সে দীনাবস্থায় জন্মেছিল।

১৫ আমি লক্ষ করলাম, সূর্যের নিচে চলাচল করে যত প্রাণী, তারা সেই যুবকেরই পক্ষে দাঁড়ায়, যে
রাজার পদে উঠল। ১৬ যুবকটি অগণন প্রজাদের আগে আগে নিজের স্থান নিল বটে, কিন্তু
পরবর্তীকালের মানুষ তার বিষয়ে তত খুশি হবে না। এও অসার, এও বাতাসের পিছনে ধাওয়া
করামাত্র।

১৭ পরমেশ্বরের গৃহে যাওয়ার সময়ে তোমার পদক্ষেপ বিষয়ে সতর্ক থাক। নির্বোধদের মত বলি
উৎসর্গ করার চেয়ে বরং শুনবার জন্য এগিয়ে যাওয়াই শ্রেয়, কেননা ওরা যে অন্যায় করছে, তাও
বোঝে না।

৫ তুমি অতিব্যস্ত হয়ে তোমার মুখকে কথা বলতে দিয়ো না; পরমেশ্বরের সামনে কথা উচ্চারণ
করতে তোমার হৃদয়ও যেন তত ব্যস্ত না হয়; কেননা পরমেশ্বর রয়েছেন স্বর্গে আর তুমি রয়েছ
মর্তে, সুতরাং তোমার কথা স্বল্প হোক, ২ কেননা

স্বপ্ন যেমন বহু দুশ্চিন্তা থেকে হয়,
তেমনি নির্বোধের প্রলাপ অধিক কথা থেকে হয়।

৩ পরমেশ্বরের কাছে মানত করলে তা পূরণ করতে দেরি করো না, কারণ নির্বোধদের প্রতি তিনি
প্রীত নন; যা প্রতিশ্রুত হয়েছ, তা পূরণ কর।

৪ মানত করে তা পূরণ না করার চেয়ে বরং মানত না করাই শ্রেয়। ৫ তোমার মুখকে তোমাকে
অপরাধী করতে দিয়ো না; 'এ ভুল' এমন কথাও দূতের সামনে বলো না; পরমেশ্বর কেন তোমার
উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তোমার হাতের কাজ বিনাশ করবেন? ৬ বস্তুত

বহু স্বপ্ন থেকে
বহু অসারতা ও অধিক কথার উৎপত্তি হয়;
অতএব তুমি পরমেশ্বরকে ভয় কর।

৭ তুমি যদি দেখ যে, দেশে গরিব অত্যাচারিত, এবং ন্যায়বিচার ও ধর্মময়তা লঙ্ঘন করা হয়,
তেমন ব্যাপারে আশ্চর্য হয়ো না, কেননা একটি কর্তৃপক্ষের উপরে উচ্চতর একটি কর্তৃপক্ষ সজাগ
থাকেন, আর সেই দু'টোর উপরে উচ্চতর আর একটি কর্তৃপক্ষ রয়েছেন। ৮ দেশের ফল সকলেরই
জন্য উপকার; রাজা কৃষিবর্ধনের জন্য দায়ী।

৯ অর্থ যে ভালবাসে, তার পক্ষে অর্থ কখনও যথেষ্ট হয় না;
বিলাসিতা যে ভালবাসে, তার অর্থলাভ হয় না।

এও অসার।

১০ যেখানে সম্পদ বৃদ্ধি পায়,
সেখানে পরজীবী বৃদ্ধি পায়;
তবে দৃষ্টিসুখ ছাড়া
সম্পদে মালিকের আর কী লাভ?

১১ শ্রমিক বেশি বা কম আহার করুক,
তার নিদ্রা মধুর;
কিন্তু ধনীর অধিক প্রাচুর্য
তাকে নিদ্রা যেতে দেয় না।

১২ আমি সূর্যের নিচে আর এক বিরাট অনিষ্ট লক্ষ করেছি: মালিকের নিজের লোকসানেই রক্ষিত
ধন! ১৩ একটা দুর্ঘটনা, আর সেই ধন গেল; ছেলে জন্ম নিল, আর তার হাতে কিছু নেই। ১৪ মানুষ
মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসে; যেমন বেরিয়ে আসে, তেমনি উলঙ্গ হয়েই আবার চলে
যায়; তার পরিশ্রমের কোন ফলও সে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে না। ১৫ এও বিরাট অনিষ্ট যে,
সে যেমন আসে, আবার ঠিক সেইভাবে তাকে চলে যেতে হবে। বাতাসের জন্য পরিশ্রম করার পর
তার হাতে কী লাভ থাকল? ১৬ তাছাড়া সে সম্ভবত অনেক দুঃখ, পীড়া ও ক্ষোভের মধ্যেই অন্ধকারে
ও বিলাপে তার জীবনের সকল দিন কাটিয়েছে।

১৭ দেখ, আমার শেষ সিদ্ধান্ত এ: পরমেশ্বর মানুষকে যে ক'দিন বাঁচতে দেন, সেই সমস্ত দিন সে
সূর্যের নিচে তার সেই পরিশ্রমের ফল ঘটা করে খাওয়া-দাওয়ায় ও সুখভোগে ভোগ করুক; কারণ
এ তার ভাগ্য। ১৮ পরমেশ্বর যাকে ধনসম্পত্তি দেন, তা ভোগ করার, তার নিজের অংশ নেওয়ার, ও
নিজের পরিশ্রমের ফল ভোগ করার অধিকারও তাকে দেন; এও পরমেশ্বরের দান; ১৯ তখন মানুষ
নিজের পরমায়ুর চিন্তায় তত বসে থাকবে না, কারণ পরমেশ্বর তার হৃদয়ের আনন্দেই তাকে ব্যস্ত
রাখেন।

৬ আমি সূর্যের নিচে আর এক অনিষ্ট লক্ষ করেছি, তা মানুষের পক্ষে ভারী: ২ পরমেশ্বর একজনকে
এত ধনসম্পত্তি ও সম্মান দেন যে, আকাঙ্ক্ষিত যত বস্তুর মধ্যে তার জন্য কিছুই ঘাটতি পড়ে না,
কিন্তু পরমেশ্বর তা ভোগ করতে তাকে দেন না, আসলে অপর কেউ তা ভোগ করে; এ অসার ও
অনিষ্টকর দুর্দশা। ৩ ধরা যাক: একজনের একশ'টি সন্তান আছে, বহু বছর বেঁচে দীর্ঘজীবীও হয়,
কিন্তু সে যদি মঙ্গল ভোগ করতে না পারে, তার যদি সমাধিও না থাকে, তাহলে আমার কথা হল,
তার চেয়ে বরং অকালজাত শিশুও আরামে আছে। ৪ হ্যাঁ,

সে বৃথাই আসে, অন্ধকারে চলে যায়,
আর তার নাম অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে;

৫ সে সূর্যও দেখতে পায়নি, সূর্যের কথা পর্যন্তও জানতে পারেনি; অথচ সেই প্রথমজনের চেয়ে
এরই বিশ্রাম আরামদায়ক। ৬ কেননা দু'হাজার বছর বাঁচলেও সে কখনও মঙ্গল ভোগ করবে না।
পরিশেষে সকলকে কি একই জায়গায় যেতে হবে না?

৭ মানুষের সমস্ত পরিশ্রম তার মুখের জন্য,
অথচ তার আকাঙ্ক্ষা কখনও তৃপ্তি পায় না।

৮ নির্বোধের চেয়ে প্রজ্ঞাবানের লাভজনক কী আছে?
জীবিতদের সামনে সদাচরণ করতে জানে
এমন দীনহীনের কী লাভ?

৯ আকাঙ্ক্ষার হুলের চেয়ে
বরং যা দৃষ্টিগোচর তা-ই শ্রেয়;
কেননা এও অসার, এও বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

১০ যা হয়েছে, অনেক দিন থেকেই তার একটা নাম আছে;
হ্যাঁ, সকলে জানে, মানুষ যে কি:
নিজের চেয়ে বলবানের সঙ্গে লড়াই করতে সে অসমর্থ।

১১ বহু কথা অসারতা বাড়ায়: তাতে মানুষের কি উপকার?

১২ বস্তুত জীবনকালে মানুষের মঙ্গল কি, তা কে জানে? তার অসার জীবনকাল তো সে ছায়ার
মতই কাটায়; আর কেইবা মানুষকে জানাতে পারে, তার চলে যাওয়ার পরে সূর্যের নিচে কী
ঘটবে?

বিবিধ সাবধান বাণী

৭ ১ উৎকৃষ্ট সুগন্ধি তেলের চেয়ে সুনাম শ্রেয়,
জন্মদিনের চেয়ে মৃত্যুর দিন শ্রেয়।
২ উৎসবের বাড়িতে যাওয়ার চেয়ে
বিলাপের বাড়িতে যাওয়া শ্রেয়;
কারণ তা সমস্ত মানুষের শেষ পরিণাম;
জীবিত মানুষ একথা ধ্যান করুক।
৩ হাসির চেয়ে শোক শ্রেয়,
বিষণ্ন মুখের অন্তরালে উৎফুল্ল হৃদয় থাকতে পারে।
৪ প্রজ্ঞাবানের হৃদয় থাকে বিলাপের ঘরে,
নির্বোধের হৃদয় উৎসবের ঘরে।
৫ নির্বোধের গান শোনার চেয়ে
প্রজ্ঞাবানের ভর্ৎসনা শোনা শ্রেয়;
৬ কেননা যেমন হাঁড়ির নিচে কাঁটা-পোড়ার শব্দ,
তেমনি নির্বোধের হাসি; কিন্তু এও অসার।
৭ অত্যাচারিত হয়ে প্রজ্ঞাবান ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে,
উপহার হৃদয়ের বিনাশ ঘটায়।

৮ কাজের আরম্ভের চেয়ে তার সমাপ্তি শ্রেয়;
দর্পের চেয়ে ধৈর্য শ্রেয়।

৯ আত্মায় সহজে ক্ষুব্ধ হয়ো না, কারণ নির্বোধের বুক ক্ষোভের আশ্রয়। ১০ একথা জিজ্ঞাসা করতে
নেই: বর্তমানকালের চেয়ে অতীতকাল কেন ভাল ছিল? কেননা তেমন জিজ্ঞাসা প্রজ্ঞা থেকে আগত
নয়।

১১ পৈতৃক ধনের মত প্রজ্ঞাও উত্তম;
যারা সূর্য দেখতে পায়
তাদের পক্ষে তা আরও উপযোগী।

১২ কারণ প্রজ্ঞাও আশ্রয়, ধনও আশ্রয়, এবং সদ্‌জ্ঞান যে সুবিধা দেয় তা এ,

যারা প্রজ্ঞার অধিকারী,
প্রজ্ঞা তাদের উপরে জীবন সঞ্চার করে।
১৩ পরমেশ্বরের সৃষ্টিকাজ বিবেচনা করে দেখ:
তিনি যা বাঁকা করেছেন,
তা সোজা করার সাধ্য কার্‌?
১৪ সুখের দিনে সুখী হও,
এবং দুঃখের দিনে এবিষয় ধ্যান কর:
এটা সেটা দু'টোই পরমেশ্বর নিরূপণ করেছেন,
পরবর্তীকালে যা ঘটবার কথা,
তার কিছুই যেন মানুষ আবিষ্কার করতে না পারে।
১৫ আমার নিজের অসারতার দিনে
আমি সবই দেখেছি—
ধার্মিকের ধর্মময়তা সত্ত্বেও তার বিনাশ,
দুর্জনের অধর্ম সত্ত্বেও তার দীর্ঘায়ু।
১৬ অতিধার্মিক হয়ো না,
অতিমাত্রা প্রজ্ঞাবানও হয়ো না।
কেন তোমার নিজের বিনাশ চাও?
১৭ অতি দুর্জন হয়ো না,
উন্মাদও হয়ো না।
কেন তোমার নিজের অকাল মৃত্যু চাও?
১৮ তুমি এটা আঁকড়ে থাক,
সেটা থেকেও হাত ছেড়ে দিয়ো না, এ তো মঙ্গল,
কারণ পরমেশ্বরকে যে ভয় করে,
সে এইসব কিছুতে সফল হবে।

১৯ প্রজ্ঞাবানকে প্রজ্ঞা শক্তিশালী করে তোলে, শহরের দশজন শাসকের চেয়েও শক্তিশালী। ২০
পৃথিবীতে এমন ধার্মিক মানুষ নেই যে কেবল সৎকর্ম করে, পাপ কখনও করে না। ২১ আরও, যত
জনশ্রুতি শোনা যেতে পারে, সবগুলোতে কান দিয়ো না, পাছে একথা শোন যে, তোমার দাস
তোমার নিন্দা করেছে; ২২ হ্যাঁ, তোমার হৃদয় একথা ভালই জানে যে, তুমিও বারবার পরনিন্দা
করেছ!

২৩ এসব কিছু প্রজ্ঞার সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমি বললাম, 'প্রজ্ঞাবান হব!' কিন্তু প্রজ্ঞা আমার আয়ত্তের বাইরে!

২৪ যা ঘটেছে, তা আয়ত্তের বাইরে,
তা গভীর, গভীর;
কে তার নাগাল পেতে পারে?

২৫ আমি পুনরায় মনে স্থির করলাম, আমি প্রজ্ঞাকে ও সবকিছুর শেষ কারণকে জানতে, তলিয়ে দেখতে ও তার সন্ধান পেতে মনোনিবেশ করব; এও জানতে চেষ্টা করব যে, অপকর্ম নির্বুদ্ধিতামাত্র, ও উন্মাদনা মূর্খতামাত্র।

২৬ আমি দেখতে পাচ্ছি,
নারী মৃত্যুর চেয়ে তিক্ত;
হ্যাঁ, নারী ফাঁদস্বরূপ,
তার হৃদয় জাল, তার বাহু বেড়ি।
যে মানুষ পরমেশ্বরের প্রীতিভাজন,
সে তা এড়াতে পারে,
কিন্তু পাপী তাতে জড়িয়ে পড়ে।
২৭ উপদেশক একথা বলছেন:
দেখ, শেষ কারণ পাবার জন্য
একটার পর একটা বিষয় তলিয়ে দেখে
আমি এইসব কিছু আবিষ্কার করেছি।
২৮ সন্ধান করতে করতেও যা এখনও পাইনি, তা এ:
সহস্রজনের মধ্যে যথার্থ মানুষকে পেয়েছি,
কিন্তু সকল নারীর মধ্যে যথার্থ একটা নারীকেও পাইনি।
২৯ দেখ, আমার শেষ সিদ্ধান্ত কেবল এ,
পরমেশ্বর মানুষকে সরল করে গড়েছেন,
কিন্তু তারা মোহময় অনেক ধ্যানধারণা সন্ধান করে।

৮ ১ প্রজ্ঞাবানের মত কে?
'মানুষের প্রজ্ঞা তার মুখ উজ্জ্বল করে
ও তার মুখের কাঠিন্যে পরিবর্তন আনে,'
একথার অর্থ কে ব্যাখ্যা করতে পারে?
২ ব্যাখ্যা এই: তুমি রাজার আজ্ঞা পালন কর;
এবং পরমেশ্বরের সামনে নেওয়া শপথের কারণে
৩ তাঁর সামনে থেকে চলে যেতে ব্যস্ত হয়ো না,
অপকর্মেও লিপ্ত থেকো না;
কেননা তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন।
৪ রাজার বাণী সর্বোচ্চ বাণী,

যেহেতু 'আপনি কী করছেন?'
এমন কথা তাঁকে কে বলতে পারে?
৫ আজ্ঞা যে মেনে চলে, তার অনিষ্ট হবে না;
প্রজ্ঞাবানের হৃদয় কাল ও বিচার জানে।
৬ আর আসলে সমস্ত ব্যাপারের জন্য
কাল ও বিচার আছে,
কিন্তু মানুষের মাথায় ভারী দুর্দশা রয়েছে।
৭ কেননা কী ঘটবে, তা সে জানে না;
তা কেমন ঘটবে, একথাও কেউ তাকে বলতে পারে না।
৮ বাতাসের উপরে কোন মানুষের এমন কর্তৃত্ব নেই যে,
সে বাতাস ধরে রাখতে পারবে;
নিজের মৃত্যু-দিনের উপরেও কারও কর্তৃত্ব নেই:
লড়াই এড়ানো সম্ভব নয়,
দুষ্কর্মও দুর্জনকে নিষ্কৃতি দেয় না।

৯ সূর্যের নিচে যত কর্ম সাধিত হয়, আমি এবিষয় ধ্যান করতে করতে, একই সময়ে মানুষ নিজেরই সর্বনাশের জন্য অন্য মানুষের উপরে কর্তৃত্ব করতে করতে, আমি এসব কিছু লক্ষ করলাম।

১০ আবার, আমি দেখলাম, দুর্জনদের সমাধি দেওয়ার পর লোকে সেই পবিত্র স্থান ছেড়ে শহরে ফিরে আসামাত্র দুর্জনদের দুর্ব্যবহার ভুলে যায়; এও অসার।

১১ অপকর্মের দণ্ড সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয় না বিধায় আদমসন্তানদের হৃদয় অপকর্ম সাধনের ইচ্ছায়
ভরা। ১২ কেননা শতবার অপকর্ম করলেও পাপী দীর্ঘজীবী। কিন্তু তবুও আমি একথা নিশ্চিত হয়ে জানি যে, যারা পরমেশ্বরকে ভয় করে, তাদের মঙ্গল হবে, ঠিক এই কারণে যে, তারা ঈশ্বরভীরু;
১৩ কিন্তু দুর্জনের মঙ্গল হবে না, তার আয়ু ছায়ার মত প্রসারিত হবে না, কারণ সে ঈশ্বরভীরু নয়।

১৪ পৃথিবীতে এই মায়ার লীলাও প্রকাশ পায়: এমন ধার্মিকজনেরা আছে, যাদের ভাগ্যে রয়েছে দুর্জনেরই কর্মের যোগ্য প্রতিফল; আবার এমন দুর্জনেরা আছে, যাদের ভাগ্যে রয়েছে ধার্মিকেরই
কর্মের যোগ্য প্রতিফল। আমি বলছি, এও অসার। ১৫ এজন্যই আমি আমোদপ্রমোদে সায় দিই,
কারণ ঘটা করে খাওয়া-দাওয়া ও আমোদপ্রমোদ করা ছাড়া সূর্যের নিচে মানুষের আর সুখ নেই; পরমেশ্বর সূর্যের নিচে মানুষকে যে আয়ু মঞ্জুর করেন, সেই সমস্ত দিন ধরে তার পরিশ্রমে সেটিই হোক তার সঙ্গী।

১৬ যখন আমি প্রজ্ঞার পরিচয় জানতে এবং পৃথিবীতে যত উদ্বেগ ঘটে, তা লক্ষ করতে
মনোনিবেশ করলাম—মানুষ তো দিবারাত্র কখনও বিশ্রাম দেখে না!—১৭ তখন পরমেশ্বরের সমস্ত
সৃষ্টিকর্ম লক্ষ করে দেখলাম যে, সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, মানুষ তার কারণটা আবিষ্কার করতে পারে না; তা আবিষ্কার করার জন্য যতই পরিশ্রম করুক না কেন, সে পারবেই না। এমনকি, প্রজ্ঞাবানও যদি বলে, 'আমি তা জানতে পেরেছি,' তবু কেউই তার সন্ধান পেতে পারবে না।

মানব দশা

৯ আসলে, এসমস্ত বিষয় ধ্যানে মনোনিবেশ করে আমি বুঝতে পেরেছি যে, ধার্মিক ও প্রজ্ঞাবান

এবং তাদের কাজকর্ম সবই পরমেশ্বরের হাতে।

মানুষ ভালবাসাকেও জানে না,
ঘৃণাও জানে না:
তার সামনে সবই অসার!
২ সকলের দশা এক:
ধার্মিক কি দুর্জন, শুচি কি অশুচি,
যজ্ঞবলি যে উৎসর্গ করে কি যজ্ঞবলি যে উৎসর্গ করে না,
ন্যায়বান কি পাপী, শপথ যে করে কি শপথ যে করে না,
—সকলের দশা এক।

৩ সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, তার মধ্যে অনিষ্ট ঠিক এ যে, সকলের একই দশা হয়; তাছাড়া আদমসন্তানদের হৃদয়ও অনিষ্টে ভরা, আর তারা জীবিত থাকতে থাকতে মূর্খতা তাদের হৃদয়ের মধ্যে বসতি করে; শেষে তারা মৃতদের কাছে চলে যায়।

৪ আসলে, কে মনোনীত হবে?
সকল জীবিতদের জন্য একথা নিশ্চিত যে,
মৃত সিংহের চেয়ে বরং জীবিত কুকুরই হওয়া শ্রেয়।

৫ জীবিতেরা তো জানে, তাদের মরতে হবে; কিন্তু মৃতেরা কিছুই জানে না; তাদের জন্য আর
কোন মজুরি নেই, কারণ তাদের স্মৃতি উবে গেছে। ৬ তাদের ভালবাসা, তাদের ঘৃণা, তাদের হিংসা,
সবই গেছে; সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, তাতে তারা আর কখনও অংশ নিতে পারবে না।

৭ তবে যাও, আনন্দের মধ্যে তোমার রুটি খাও,
হৃষ্টচিত্তে তোমার আঙুররস পান কর,
কারণ ইতিমধ্যে তোমার সমস্ত কাজকর্ম
পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় হয়েছে।
৮ তোমার পোশাক সর্বদাই শুভ্র থাকুক,
তোমার মাথায় যেন কখনও তেলের অভাব না হয়।
৯ সূর্যের নিচে
পরমেশ্বর তোমার ক্ষণিকের জীবনের যত দিন তোমাকে দিয়েছেন,
সেই সমস্ত দিন ধরে
তোমার প্রিয়া বধূর সঙ্গে সুখে জীবনযাপন কর,
কারণ এজীবনের মধ্যে
ও সূর্যের নিচে যে কষ্ট ভোগ করছ, তার মধ্যে
এ-ই তোমার দশা।
১০ তুমি যে কোন কাজ করতে পাও,
যথাশক্তিতে তা করে যাও;
কারণ তোমাকে যেখানে যেতে হচ্ছে,
সেই পাতালে কাজও নেই,

পরিকল্পনা, বিদ্যা ও প্রজ্ঞাও নেই।
১১ আমি সূর্যের নিচে এও লক্ষ করলাম :
দৌড় যে দ্রুতগামীদেরই হয়, এমন নয় ;
যুদ্ধও বীরদের নয়,
খাদ্যও প্রজ্ঞাবানদের নয়,
ধনও কুটিলদের নয়,
অনুগ্রহলাভও বুদ্ধিমানদের নয়,
যেহেতু কাল ও দৈব সকলেরই প্রতি ঘটে।
১২ বাস্তবিকই মানুষও তার কাল জানে না ;
অশুভ জালে ধরা পড়া মাছের মত,
ফাঁদে ধরা পড়া পাখির মত,
তেমনি আদমসন্তানেরাও দুর্দশায় ধরা পড়ে থাকে,
যখন তা তাদের উপরে অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে।

প্রজ্ঞা ও নির্বুদ্ধিতা

১৩ সূর্যের নিচে আমার অর্জিত প্রজ্ঞার আর একটা উদাহরণ দেব, আর তা আমার কাছে যথেষ্ট
গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় : ১৪ ক্ষুদ্র একটা শহর ছিল, বাসিন্দাও স্বল্প ছিল ; পরে মহান কোন এক রাজা
এসে তা অবরোধ করে তার গায়ে বড় বড় অবরোধ-যন্ত্র গাঁথলেন। ১৫ কিন্তু সেই শহরের মধ্যে
প্রজ্ঞাবান একজন গরিব লোক ছিল যে তার প্রজ্ঞা দ্বারা শহরটা বাঁচাতে পারল, কিন্তু সেই গরিব
লোকের কথা কেউই আর স্মরণ করল না। ১৬ তাই আমি বলছি :

বলের চেয়ে প্রজ্ঞাই শ্রেয়,
কিন্তু গরিবের প্রজ্ঞাকে তুচ্ছ করা হয়,
তার কথায় কেউ কান দেয় না।

১৭ নির্বোধদের প্রধানের চিৎকারের চেয়ে প্রজ্ঞাবানদের শান্ত কথাই বেশি শোনা হয়। ১৮ যুদ্ধাস্ত্রের
চেয়ে প্রজ্ঞা শ্রেয়, কিন্তু একজনমাত্র পাপী বহু মঙ্গল নষ্ট করে।

১০ ১ একটা মরা মাছি
গন্ধদ্রব্য-প্রস্তুতকারকের সুগন্ধি দুর্গন্ধময় করে :
প্রজ্ঞা ও সম্মানের চেয়ে
কিঞ্চিৎ উন্মাদনাও গুরুভার।

২ প্রজ্ঞাবানের হৃদয় তার ডান দিকে,
কিন্তু নির্বোধের হৃদয় বাঁ দিকে ঝোঁকে।

৩ যেই পথে চলুক না কেন
নির্বোধ মানুষ বুদ্ধিহীন,
আর প্রত্যেকে তার বিষয়ে বলে :
সে কেমন নির্বোধ!

৪ যদি তোমার উপরে ক্ষমতাশালীর উগ্রভাব জন্মে, তবু তোমার স্থান ছেড়ো না, শান্তভাব গুরু

গুরু অপমানও প্রশমিত করে।
৫ আমি সূর্যের নিচে একটা অনিষ্ট লক্ষ করেছি: তা হচ্ছে, শাসনকর্তা-ঘটিত ভুল; ৬ উন্মাদনা
অধিক উচ্চপদেই দাঁড় করানো হয়, আর ধনীরা নিচে বসে। ৭ আমি দাসদের ঘোড়ার পিঠে, ও
অধিপতিদের দাসের মত পায়ে হেঁটে চলতে দেখেছি।

৮ গর্ত যে খোঁড়ে, সে তার মধ্যে পড়ে;
বেড়া যে ভেঙে ফেলে, তাকে সাপে কামড়ায়;
৯ পাথর যে কাটে, সে আঘাতগ্রস্ত হয়;
কাঠ যে চেরে, সে বিপদগ্রস্ত হয়।

১০ লোহা ভোঁতা হলে ও তাতে ধার না দিলে, তা চালাতে দ্বিগুণ কষ্ট লাগে; প্রজ্ঞা-ব্যবহারের
উপরেই কাজের ফলাফল নির্ভর করে।

১১ যদি সাপ মন্ত্রমুগ্ধ হওয়ার আগেই কামড় দেয়,
তবে মন্ত্রজালিকের করার আর কিছু থাকে না।

১২ প্রজ্ঞাবানের মুখনিঃসৃত বাণী অনুগ্রহজনক,
নির্বোধের নিজ ওষ্ঠই তার নিজের সর্বনাশ:
১৩ আরম্ভে তার কথা উন্মাদনা,
শেষে তা ক্ষতিকর প্রলাপ:
১৪ যার জ্ঞান কম, সে অনেক কথা বলে।
কী হবে, তা মানুষ জানে না;
ভবিষ্যতে কী হবে, তা আমাদের কে জানাতে পারে?

১৫ নির্বোধের পরিশ্রম তাকে ক্লান্ত করে,
শহরে কোন্ পথ ধরে যেতে হয়, তাও সে জানে না।

১৬ হে দেশ, তোমাকে ধিক্,
যদি তোমার রাজা বালকই হন,
ও তোমার প্রধানেরা যদি সকাল পর্যন্ত ভোজে বসে থাকে।
১৭ হে দেশ, তুমি সুখী,
যদি তোমার রাজা রাজবংশের মানুষ,
ও তোমার নেতৃবৃন্দ ঠিক সময়ে
মানুষের মত মানুষ হয়েই ভোজে বসে,
—মাতলামির জন্য নয়!

১৮ অলসতার ফলে ছাদ ধ্বসে যায়,
হাতের শিথিলতার ফলে ঘরে বৃষ্টির জল পড়ে।

১৯ খুশি হওয়ার জন্যই ভোজসভা আয়োজিত,
আঙুররস জীবন আনন্দিত করে তোলে,
কিন্তু অর্থই সবকিছু যোগায়।

২০ মনে মনেও রাজার নিন্দা করো না,

তোমার শোয়ার ঘরেও ক্ষমতাশালীর নিন্দা করো না,
কেননা আকাশের এক পাখি সেই স্বর নিয়ে যাবে;
হ্যাঁ, পাখাযুক্ত এক দূত সেই কথা জ্ঞাত করবে।

১১ ১ তোমার রুটি জলের উপরে ছুড়ে দাও,
অনেক দিনের পরে তা আবার পাবে।
২ সাতজনকে, এমনকি, আটজনকেও একটা অংশ দাও,
পৃথিবীতে কি দুর্দশা ঘটবে, তা তুমি জান না।
৩ মেঘপুঞ্জ যখন বর্ষার জলে ভরে যায়,
তখন সেই জল মর্তের উপরে বর্ষণ করে;
গাছ যখন ডানে বা বামে পড়ে,
তখন গাছটা যে দিকে পড়ে, সেই দিকে থাকে।
৪ যে বাতাস মানে,
সে কখনও বীজ বুনবে না;
যে মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকে,
সে কখনও ফসল কাটবে না।
৫ বাতাসের গতি যেমন তুমি জান না,
গর্ভবতীর গর্ভে হাড় কেমন গঠিত হয়,
তাও যেমন তুমি জান না,
তেমনি সবকিছুর সাধক সেই পরমেশ্বরের কাজও তুমি জান না।
৬ তুমি সকালে তোমার বীজ বোন,
সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার হাতকে বিশ্রাম নিতে দিয়ো না,
কেননা এটা বা সেটা, কোন্‌টা সফল হবে,
কিংবা উভয় সমভাবে ভাল হবে কিনা,
তা তুমি জান না।

৭ আলো মধুর,
চোখ সূর্য দেখতে প্রীত।
৮ অনেক বছর জীবিত থাকলেও
মানুষ সেই সমস্ত বছরের সুখ ভোগ করুক;
কিন্তু সে একথা স্মরণে রাখুক যে,
অন্ধকারময় দিন বহু হবে।
যা কিছু ঘটে, তা সবই অসার!
৯ হে যুবক, তোমার তরুণ বয়সে আনন্দ কর,
তোমার এই যৌবনকালে তোমার হৃদয় উৎফুল্ল হোক;
তোমার হৃদয়ের যত পথ,
তোমার চোখের বাসনা,
সবই পালন কর;

কিন্তু স্মরণে রেখ,
পরমেশ্বর এই সমস্ত কিছুর বিষয়ে
তোমাকে বিচারমঞ্চে আহ্বান করবেন।
১০ তোমার হৃদয় থেকে ক্ষোভ দূর করে দাও,
শরীর থেকে দুঃখ সরিয়ে দাও,
কারণ তরুণবয়স ও কৃষ্ণবর্ণ চুল,
দু'টোই অসার।

১২ ১ তোমার যৌবনকালে তোমার স্রষ্টার কথা স্মরণ কর,
কারণ একসময় দুঃখের দিন আসবে,
এমন বছরগুলিও আসবে,
যখন তোমাকে বলতে হবে, 'আমি আর তৃপ্তি পাচ্ছি না।'
২ সেসময়ে সূর্য, আলো, চন্দ্র ও তারানক্ষত্র অন্ধকারময় হবে,
বৃষ্টির পরে আবার মেঘ ফিরে আসবে;
৩ বাড়ির প্রহরীরা কম্পিত হবে,
তেজস্বী যত মানুষ কুব্জ হবে,
জাঁতা ঘোরায় এমন স্ত্রীলোকেরা
স্বল্পজন রয়েছে বলে কাজ ত্যাগ করবে,
যত নারী একসময় জানালা দিয়ে তাকাচ্ছিল,
তারা টের পাবে, তাদের চোখ অন্ধকারময় হচ্ছে;
৪ যত সদর দরজা বন্ধ হয়ে থাকবে;
জাঁতার শব্দ কমে যাবে,
পাখির প্রথম ডাকে তুমি উঠে দাঁড়াবে,
যত আনন্দগান ক্ষীণ হয়ে যাবে;
৫ লোকে উচ্চস্থানে যেতে ভীত হবে,
প্রতিটি পদক্ষেপে সন্ত্রস্ত হবে,
বাদামগাছ পুষ্পিত হবে,
ফড়িং কষ্ট করেই চলবে,
টোপা কুল হারিয়ে ফেলবে নিজের কটুস্বাদ,
কারণ মানুষ তখন তার নিত্য আবাসে চলে যাবে
আর বিলাপীর দল পথে পথে হেঁটে বেড়াবে।
৬ হ্যাঁ, সেসময়ে রুপোর সুতো ছিঁড়ে যাবে,
সোনার প্রদীপ ফেটে যাবে,
উৎসের ধারে কলসি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে,
কুয়োর মাথায় কপিকল ভেঙে যাবে;
৭ সেসময়ে ধুলা তার আগেকার অবস্থায়, সেই মাটিগর্ভে, ফিরে যাবে,
এবং প্রাণবায়ু যাঁর দান, সেই পরমেশ্বরের কাছে ফিরে যাবে।

৮ উপদেশক একথা বলছেন, অসারের অসার, সবই অসার!

উপসংহার

৯ উপদেশক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন; তাছাড়া তিনি লোকদের সদ্‌জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করলেন, কারণ
তিনি যাচাই করে ও তলিয়ে দেখেই বহু বহু প্রবচন সম্পাদন করলেন। ১০ উপদেশক আকর্ষণীয়
ভাষায় লিখতে সযত্নেই সচেষ্ট ছিলেন, যেন সত্যবাণী সূক্ষ্ম রচনায় প্রকাশ পায়। ১১ প্রজ্ঞাবানদের
বাণী অঙ্কুশের মত, তাদের সঙ্কলিত বচনমালা শক্ত করে পোঁতা গোঁজের মত—তেমন বচনমালা
অদ্বিতীয় এক পালকেরই দান! ১২ সন্তান, এর চেয়ে যা কিছু বেশি থাকতে পারে, সেবিষয়ে
সাবধান; কারণ বহুপুস্তকের রচনা-কাজ কখনও শেষ হয় না, এবং অতিরিক্ত অধ্যয়নের ফলে শরীর
ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

১৩ গোটা বক্তৃতার সারকথা এ: পরমেশ্বরকে ভয় কর, তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন কর, কারণ এটিই
প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। ১৪ কারণ পরমেশ্বর সমস্ত কর্ম—ভাল হোক কি মন্দ হোক গুপ্ত সমস্ত
বিষয়ই বিচারে ডেকে আনবেন।